মেহেরপুরে হেরোইনসহ মাদক ব্যবসায়ী আটক

২ গ্রাম হেরোইনসহ মাদক ব্যবসায়ী হায়াত আলী (৩৫) কে আটক করেছে মেহেরপুর জেলা গোয়েন্দা পুলিশ (ডিবি) একটি টিম।

আটক হায়াত আলী মেহেরপুর সদর উপজেলা বুড়িপোতা গ্রামের হিসাব আলীর ছেলে।
শুক্রবার দুপুরে ডিবি পুলিশের পরিদর্শক রত্নেশ্বর মন্ডলের নেতৃত্বে এসআই বিশ্বজিৎ সরকার এসআই শাহিনুর রহমান এসআই হেলাল সঙ্গীয় ফোর্স সহ মেহেরপুর বুড়িপোতা সড়কে মাদক বিরোধী অভিযান চালিয়ে তাকে আটক করেন।

ডিবি পুলিশের পরিদর্শক রত্নেশ্বর মন্ডল বলেন মেহেরপুর-বুড়িপোতা রাস্তায় মোদক পাচার হচ্ছে এমন সংবাদে সেখানে অবস্থান নেয়া হয়। এসময় ইজিবাইকে মাদক ব্যবসায়ী হায়াত আলী যাচ্ছিল। এসময় ওই ইজিবাইকটি তল্লাশী করার সময় সে পালানোর চেষ্টা করে। এসময় তাকে আটক করা হয়।

হেরোইন উদ্ধারের ঘটনায় ডিবি পুলিশ বাদী হয়ে মেহেরপুর সদর থানায় মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইনে মামলা দিয়ে থানায় সোপর্দ করা হয়েছে।

বামন্দী পুলিশ ক্যাম্পের অভিযানে সাত জুয়াড়ী আটক

গাংনীতে অভিযান চালিয়ে ৭ জুয়াড়ীকে আটক করেছে বামন্দী পুলিশ ফাড়ির সদস্যরা।

শুক্রবার বেলা সাড়ে ৩টার দিকে বামন্দী পুলিশ ক্যাম্পের সদস্যরা গাংনী উপজেলার নওদা-মটমুড়া গ্রামে জুয়ার আসরে অভিযান চালিয়ে তাদের আটক করেন। এসময় তাদের কাছ থেকে নগদ ১২ হাজার ৩৬০ টাকা ও জুয়া খেলার তাস উদ্ধার করা হয়েছে।

বামন্দী পুলিশ ক্যাম্পের ইনচার্জ এসআই ইসরাফিল জানিয়েছেন, গোপন সংবাদের ভিত্তিতে গাংনী উপজেলার মুটমুড়া ইউনিয়নের নওদা মটমুড়া গ্রামের একটি রাইসমিলের মধ্যে জুয়া খেলা হচ্ছে। সঙ্গীয় পুলিশ সদস্যদের নিয়ে অভিযান চালিয়ে জুয়া খেলার সময় ৭ জনকে আটক করা হয়েছে।

আটক কৃতরা হলো, গাংনী উপজেলার হেমায়েতপুর গ্রামের মুনছুর আলীর ছেলে মুনতাজ আলী, কালি গাংনীর আবুল কাশেমের ছেলে মানিক হোসেন, রামনগর গ্রামের আজমত আলীর ছেলে হাফিজুর রহমান, গাংনী বাজার পাড়ার আব্দুর রাজ্জাকের ছেলে বাদশা, রামনগর গ্রামের খেজমত আলীর ছেলে আশাদুল হক, চরগোয়াল গ্রামের সামছদ্দিন মন্ডলের ছেলে ইনজাল হোসেন ও সদর উপজেলার মদনা গ্রামের আবুল হোসেনের ছেলে জাফর আলী। আটক কৃতদের বিরুদ্ধে মামলা শেষে আদালতে প্রেরন করা হবে।

কার্পাসডাঙ্গায় ৩৫ বোতল ফেনসিডিলসহ ২ জন আটক

দামুড়হুদা পুলিশের মাদক বিরোধী অভিযানে ৩৫ বোতল ফেনসিডিলসহ আহসান হাবিব ও আব্দুল মান্নান নামে দুই জনকে আটক করেছে পুলিশ।

দামুড়হুদা মডেল থানার অফিসার ইনচার্জ ওসি ফেরদৌস ওয়াহিদ এর দিক নির্দেশনায় আজ বৃহস্পতিবার সকাল সাড়ে ৭টার দিকে কার্পাসডাঙ্গা গ্রামস্থ ডন ইট ভাটার সামনের পাকা রাস্তা থেকে তাদেরকে গ্রেফতার করা হয়।

কার্পাসডাঙ্গা পুলিশ ক্যাম্পের ইনচার্জ এস আই আতিকুর রহমান জুয়েল এর নেতৃত্বে এএসআই মসলেম উদ্দিন, এএসআই জাহিদুল ইসলাম সহ গোপন সংবাদের ভিত্তিতে সঙ্গীয় পুলিশ ফোর্স নিয়ে কার্পাসডাঙ্গা গ্রামস্থ ডন ইট ভাটা এলাকায় মাদক বিরোধী অভিযান পরিচালনা করেন অভিযান পরিচালনা করে ৩৫ বোতল ফেনসিডিল সহ দুইজনকে গ্রেফতার করেন।

গ্রেফতারকৃতরা হলেন দামুড়হুদা উপজেলার কার্পাসডাঙ্গা ইউনিয়নের কানাইডাঙ্গা গ্রামের জামাত আলীর ছেলে আহসান হাবিব (৩০) ও একই গ্রামের আলী আহম্মেদের ছেলে আব্দুল মান্নান (৩৫)কে আটক করে পুলিশ। আটককৃত আসামিদের কাছ থেকে ৩৫ বোতল ফেন্সিডিল উদ্ধার করা হয়। পরে আসামিদের দামুড়হুদা মডেল থানায় সোপর্দ করে। এবিষয়ে দামুড়হুদা মডেল থানায় মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইনে একটি মামলা রুজু হয়েছে।

দামুড়হুদা মডেল থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা ওসি ফেরদৌস ওয়াহিদ বলেন, ফেনসিডিল সহ দুই জন আটক হয়েছে, মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইনে মামলা হয়েছে, আসামিদের বিজ্ঞ আদালতে সোপর্দ করা হয়েছেl

আলমডাঙ্গায় ২০ কেজি ওজনের গাঁজার গাছসহ আটক ১

আলমডাঙ্গার ভোগাইল বগাদী গ্রাম থেকে ২০ কেজি ওজনের গাঁজার গাছ সহ শিপন মাহমুদ (২৮) কে আটক করেছে পুলিশ।

বুধবার (২৬ শে অক্টোবর) সকাল সাড়ে ১০ টার দিকে আলমডাঙ্গা থানা পুলিশ অভিযান চালিয়ে গাঁজার গাছটি উদ্ধার করে। এ ঘটনায় মাদকদ্রব্য আইনে মামলা দায়ের করা হয়েছে।

পুলিশ সূত্রে জানাযায়, আলমডাঙ্গা উপজেলার ভাংবাড়িয়া ইউনিয়নের ভোগাইল বগাদী গ্রামের ফজলু হকের ছেলে শিলন মাহমুদ।

সে পেশায় একজন দিনমজুর। দীর্ঘদিন যাবৎ ভোগাইল বগাদী গ্রামের মাঠে পান বোরজের চাষ করে। দুর্গম মাঠ হওয়ায় পান বরজের পাশে গাঁজার চাষ করে। প্রায় ২০ কেজি ওজনের গাঁজার গাছটি আনুমানিক মূল্য ৮০ হাজার টাকা।

আলমডাঙ্গা থানার পরিদর্শক (ওসি) সাইফুল ইসলাম জানান, গোপন সংবাদের ভিত্তিতে আলমডাঙ্গা থানা পুলিশ অভিযান চালিয়ে গাঁজার গাছ উদ্ধার করে। এসময় পান বোরজ থেকে গাঁজা চাষীকেও আটক করা হয়। তার

বিরুদ্ধে মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইনে মামলা দায়ের করা হয়েছে।

কোটচাঁদপুরে চেক জালিয়াতি মামলার আসামি আটক

চেক জালিয়াতি মামলার দীর্ঘদিন পলাতক আসামি আব্দুর রাজ্জাক আটক । সে কোটচাঁদপুরের কুশনা গ্রামের মৃত বাবর আলীর ছেলে। মঙ্গলবার তাকে আটক করেছেন থানা পুলিশ। জানা যায়,ডাকবাংলার আব্দুল মান্নানের সঙ্গে কোটচাঁদপুরের কুশনা গ্রামের আব্দুর রাজ্জাকের ব্যবসায়িক সম্পর্ক ছিল। এর সুবাদে আব্দুর রাজ্জাক তাকে একটা চেক দেন।

এরপর টাকা নিয়ে ঝামেলা হয় ওই দুই জনের মধ্যে। পরে আব্দুল মান্নান আদালতে চেক জালিয়াতির মামলা করেন আব্দুর রাজ্জাকের নামে।

ওই মামলায় গেল ৪/১/২০২২ সালে আদালত তাকে ৬ মাসের জেল ও ৪ লাখ টাকার জরিমানা করেন। এরপর থেকে আব্দুর রাজ্জাক দীর্ঘ ৯ মাস পলাতক ছিলেন।

খবর পেয়ে কোটচাঁদপুর থানা পুলিশ মঙ্গলবার সকালে কুশনা গ্রামে অভিযান চালিয়ে আব্দুর রাজ্জাক কে আটক করেন। সে ওই গ্রামের মৃত বাবর আলীর ছেলে। ওইদিনই পুলিশ তাকে আদালতের মাধ্যমে জেল হাজতে পাঠিয়েছেন থানা পুলিশ।

বিষয়টি নিয়ে কোটচাঁদপুর থানার ডিউটিরত উপপরিদর্শক শাহ মোঃ আব্দুল আজিজ বলেন,মঙ্গলবার কোটচাঁদপুর থানার সহউপপরিদর্শক (এএসআই কামাল হোসেন ও শামসুজ্জামান) উপজেলার কুশনা গ্রামে অভিযান চালান।

এ সময় তারা দীর্ঘদিন মামলায় পলাতক থাকা আসামি আব্দুর রাজ্জাক কে আটক করেন। ওইদিনই তাকে আদালতে মাধ্যমে জেল হাজতে পাঠিয়েছেন থানা পুলিশ।

প্রবাসে আটকে মুক্তিপন আদায় চক্রের ২ সদস্য গ্রেফতার

মানব পাচার ও প্রবাসে আটকে রেখে মুক্তিপনের টাকা আদায় চক্রের ২ সদস্যকে গ্রেফতার করেছে কুষ্টিয়া পুলিশ। তারা অবৈধভাবে বিদেশে মানব পাচার করে আবার প্রবাসেই তাদেরকে আটকে জবরদস্তিমূলক শ্রম আদায়ের উদ্দেশ্যে মুনাফা অর্জন করে পরিবারের লোকদের কাছ থেকে মুক্তিপনের জন্য চাঁদা আদায়কারী সংঘবদ্ধ চক্রের সদস্য|

শুক্রবার (২১ অক্টোবর) সারারাত দৌলতপুর থানাধীন অভিযান পরিচালনা করে তাদেরকে গ্রেফতার করে পুলিশ। গ্রেফতারকৃত আসামীরা হলেন কুষ্টিয়া দৌলতপুর উপজেলার দৌলতখালী এলাকার হাবিল সর্দারের ছেলে রেজাউল করিম হিমেল (৪০) ও দৌলতপুর মাদিয়া ত্রিমোহনী এলাকার রফিকুল ইসলামের ছেলে পারভেজ রানা (২৭)।

শনিবার ২২ অক্টোবর বেলা ১২ টার সময় কুষ্টিয়া পুলিশ লাইনের মিডিয়া কক্ষে এক প্রেস ব্রিফিংয়ের মাধ্যমে বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন পুলিশ সুপার খাইরুল আলম।

এ সময় আরো জানা যায়, কুষ্টিয়া দৌলতপুর সাদিপুর এলাকার আব্দুস সামাদের ছেলে ইশরাক শাহরিয়ার জয়কে কম্বোডিয়া দেশে ভালো বেতনে কম্পিউটারের কাজে চাকুরী দিবে মর্মে প্রতারক চক্র আশ্বস্ত ও প্ররোচিত করে। সেখানে প্রতি মাসে ১ লক্ষ টাকা বেতন এবং থাকা খাওয়া ও আকামাসহ যাবতীয় খরচ কোম্পানী বহন করবে মর্মে জানায়। প্রতারক চক্রের কথায় আশ্বস্ত হয়ে ইশরাক শাহরিয়ার জয়ের অভিভাবকরা চলতি বছরের ২৩ মে ইং তারিখে জয়ের পিতা রেজাউল করিম হিমেলকে তিন লক্ষ পঁচাত্তর হাজার টাকা প্রদান করলে গত ২৪ জুন ইং তারিখে তাকে বিদেশে কম্বোডিয়ায় পাঠিয়ে দেয়। পরে আসামীদের ৮ লক্ষ টাকা দিতে রাজি হলে বিভিন্ন বিকাশের মাধ্যমে ৪ লক্ষ ৬০ হাজার টাকা পাঠিয়ে দেয়। বাকী ৩ লক্ষ টাকা দিতে না পারলে তারা জয়ের কাছে থাকা দুইটি মোবাইল ও নগদ ৯০ হাজার টাকা নিয়ে পাসপোর্ট ভিসা কেড়ে নিয়ে রাস্তায় বের করে দেয়।

পরে বিষয়টি পররাষ্ট্র বিষয়ক মন্ত্রণালয় কম্বোডিয়ান দূতাবাস,

থাইল্যান্ড দূতাবাস এবং দুই দেশের ইমিগ্রেশন ও টিকেট বাবদ ১ লক্ষ ৭৫ টাকা খরচ করে আউট পাশ দিয়ে জয়কে গত ২৬ সেপ্টেম্বর বাংলাদেশে আনা হয়। এরপর জয়ের পরিবার দৌলতপুর থানায় মামলা করেন। যার মামলা নং-৩১, তারিখ-১৯/১০/২০২২ ইং।

মুজিবনগরে ৫ গ্রাম হেরোইনসহ মাদক ব্যাবসায়ী আটক

মেহেরপুরের মুজিবনগরে মাদকবিরোধী অভিযানে পাঁচ গ্রাম হেরোইন সহ দুই মাদক ব্যবসায়ীকে আটক করেছে মুজিবনগর থানা পুলিশ।

মুজিবনগর থানাধীন আনন্দবাস গ্রামস্থ মুড়োতলা মাঠ এলাকা থেকে হেরোইন বিক্রয়ের উদ্দেশ্যে কিছু মাদক ব্যবসায়ী অবস্থান করছে। এমন গোপন সংবাদের ভিত্তিতে বৃহস্পতিবার রাত সাড়ে ৯ টার দিকে মুজিবনগর থানার অফিসার ইনচার্জ মেহেদী রাসেল এর নেতৃত্বে এসআই প্রহলাদ রায়, এস আই সাহেব আলী, এএসআই শিহাব, এএসআই আলী শেখ সঙ্গীয় ফোর্সের সহায়তায় মুজিবনগর থানা এলাকায় বিশেষ অভিযান পরিচালনা করে গ্রাম ৫ গ্রাস হেরোইন সহ আনন্দবাস গ্রামের আনারুল ইসলামের ছেলে সুমন মিয়া এবং চুয়াডাঙ্গা জেলার দামুড়হুদা থানার গতিয়ার পাড়া গ্রামের হেকমত আলীর ছেলে আব্বাস আলী কে আটক করে।

মুজিবনগর থানা অফিসার ইনচার্জ (ওসি) মেহেদী রাসেল জানান মুজিবনগর উপজেলা কে মাদকমুক্ত করতে মাদকবিরোধী অভিযানের অংশ হিসেবে গোপন সংবাদের ভিত্তিতে তাদের আটক করা হয়েছে শুক্রবার তাদের নামে ৫/১১০ তাং১৬/১০/২২ধারা এবং ২০১৮ মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইনের ৩৬(১) সারণির ৮(ক) মামলা দিয়ে আদালতে সোপর্দ করা হয়েছে। এছাড়া ওয়ারেন্ট ভুক্ত আসামিকেও আটক করা হয়েছে।

মেহেরপুরে অনলাইন জুয়ার আরো চার হোতা আটক

মেহেরপুরে অনলাইন জুয়ার দূর্গে হানা দিয়ে অনলাইন জুয়ার আরো চার এজেন্টকে আটক করেছে পুলিশ।

বুধবার দিবাগত রাত সাড়ে ১১ টার দিকে মুজিবনগর থানার ওসি মেহেদী রাসেল, জেলা গোয়েন্দা পুলিশের (ডিবি) ওসি সাইফুল আলম ও সাইবার অপরাধ বিভাগের এসআই মনিরুল ইসলামের নেতৃত্বে যৌথভাবে মহাজনপুর গ্রামের মাঠাপাড়া এলাকার খয়রুদ্দিনের বাড়িতে অভিযান চালিয়ে চার অনলাইন এজেন্টকে আটক করে।

আটকৃতরা হলেন, মুজিবনগর উপজেলার মোনাখালি গ্রামের দক্ষিণপাড়া বাসিন্দা ও সাবেক চেয়ারম্যান মাহাবুবুর রহমানের ছেলে মাহফুজুর রহমান জয় (২৪), রশিকপুর গ্রামের খানপাড়ার রকিব শেখের ছেলে তরিকুল ইসলাম (২৬), মহাজনপুর গ্রামের মাঠপাড়ার মনিরুল ইসলামের ছেলে আক্তারুজ্জামান আক্তার (২২) ও মহাজনপুর খাঁ পাড়ার আবুল বাশারের ছেলে রুবেল হোসেন (২৩)।

এসময় তাদের অপর সহযোগী মহাজনপুর গ্রামের মিনারুল ইসলামের ছেলে শাহিন (৩০), খয়রুদ্দিনের ছেলে আরিফুল ইসলাম (২৫), জাকের আলীর ছেলে হেলাল (২৮), উজ্জল হোসেনের ছেলে মাহফুজ (২০) পালিয়ে যায়।

এ ঘটনায় মুজিবনগর থানায় এস আই উত্তম কুমার বাদী হয়ে ডিজিটাল নিরাপত্তা আইন ২০১৮ এর ৩০(২)/৩৫ ধারায় গতকাল বৃহস্পতিবার একটি মামলা দায়ের করেন। মামলায় তদন্তভার দেওয়া হয়েছে ডিবি ওসি সাইফুল আলমকে।

মামলার এজাহারে জানা গেছে, আসামি মাহফুজুর রহমান জয়ের কাছ থেকে একটি অপপো ব্রান্ডের মোবাইল ফোনসহ ০১৯১১৯০৮৪৭৪ ও ০১৫৮১-৩৮৬৯৭৪, আসামি আক্তারুজ্জামানের কাছে স্যামস্যাং গ্যালাক্সি কোম্পানীর মোবাইল ফোন এবং সিম নং ০১৮৪১০৬৫১৩০ এবং ০১৮৮৮০৮৯৬০৩, তরিকুল ইসলামের কাছে থেকে উদ্ধার করা হয়েছে রিয়েল মি জিটি মাষ্টার মডেলের একটি ফোন। মোবাইলে সিম রয়েছে ০১৯৪৫ ১৫৬৬৭৩ এবং ০১৬৫০-১১৫১৮৮, রুবেল হোসেনের কাছ থেকে রেডমি নাইন মডেলের মোবাইল ফোন থেকে উদ্ধার করা হয়েছে ০১৯৭৩৯৫৮০৩০ এবং ০১৩০৫-৪২৪৫৭৩। এছাড়া একটি বিকাশ এজেন্ট সিম যার নং ০১৭৫৩৫৮৮২৪১,

[illegible]

[illegible]

[illegible]

টাকা রয়েছে। এছাড়া তার সহযোগী মোনাখালি গ্রামের বদর কামড়ির ছেলে আব্দুস ছামাদ জুয়ার অন্যান্য জুয়ার সাইট পরিচালনা করেন।

অপর আসামি আক্তারুজ্জামানকে প্রাথমিক জিজ্ঞাসাবাদে জানায়, সে এবং পলাতক আসামি শাহীন ও আরিফুল ইসলাম এক সাথে চ্যানেল বিক্রয়সহ সাব এজেন্ট হিসেবে কাজ করে। এছাড়া অনলাইন জুয়ার মাধ্যমে এজেন্ট নাম্বার ব্যবহার করে অবৈধ ই ট্রানজেকশন করে। অনলাইন জুয়া ওয়ানএক্সবেট, লাইনবেট, মেলবেট, বেট উইনার এবং ওয়ালমেট এর ১৮-২০ জন সাব এজেন্ট হিসেবে তাদের নিয়ন্ত্রণে কাজ করেন।

গ্রেফতারকৃত তরিকুল ইসলাম প্রাথমিক জিজ্ঞাসাবাদে জানান, সে নিজে পলাতক আসামি শাহীন আব্দুস ছামাদ, আরিফুল এবং গ্রেফতারকৃত আক্তারুজ্জামানের নিকট থেকে ওয়ানএক্◌্রবিটের একটি সাব এজেন্ট চ্যানেল নিয়ে দুটি এজেন্ট সিম কার্ড ০১৭৫৩-৫৮৮২৪১ (বিকাশ এজেন্ট) এবং ০১৭৭৯-৩৪৯৭৩৬ (রকেট এজেন্ট) ভাড়া নেওয়ার জন্য আসে। এক মাসের জন্য ওই এজেন্ট সিম দুটির ৫০ হাজার টাকা ভাড়া দেওয়ার জন্য আসেন।

গ্রেফতারকৃত রুবেল হোসেন প্রাথমিক জিজ্ঞাসাবাদে জানায়, পলাতক আসামি আরিফুল, হেলাল, মাহফুজের কর্মী হিসেবে ওয়ানএক্সবেট, বেট উইনার এবং ওয়ালমেট এর ডিপোজিট এবং উইথড্রল এর কাজ করে। পলাতক আসামি শাহীন এর ফেলে যাওয়া মোবাইল ফোন যা গ্রেফতারকৃত আসামিদের কর্তৃক সনাক্ত করা হয়েছে।

ওই ফোনটি পর্যালোচনা করে দেখা গেছে, অনলাইন জুয়া বেট উইনার এর এ্যাডমিন হিসেবে রহমান নগদ, রহমান রকেট, রহমান বিকাশ, রহমান উপায়সহ ৪টি চ্যানেল পরিচালনা করেন। অনলাইন জুয়া বেট উইনার এর অবৈধ জুয়ার টাকা জুয়ার চ্যানেলে রহমান নগদ এজেন্ট নাম্বার ০১৮৪০৬৬৫২৬৪, রহমান রকেট এজেন্ট নাম্বর ০১৮৬৫ ৭৩৪৭৭০, রহমান বিকাশ এজেন্ট নং ০১৩১৯৭৬৬৯৯১, রহমান উপায় এজেন্ট নং ০১৮৬৯ ৫২৫৩৫৪ ব্যবহার করে বেট উইনার এর ওয়েবসাইটের ওয়ালে প্রদর্শনের মাধ্যমে অনলাইন জুয়ার টাকা ই-ট্রানজেকশন করে।

গ্রেফতারকৃত মাহফুজুর রহমান জয়, আক্তারুজ্জামান তারিকুল ইসলাম ও রুবেল হোসেন পলাতক আসামিসহ অজ্ঞাতনামা অন্যান্য আসামি অবৈধ ই ট্রানজেকশনের জন্য ভূঁয়া ট্রেড লাইসেন্স এর মাধ্যমে অসৎ উদ্দ্যেশ্যে অনলাইন মোবাইল ব্যাংকিং রকেট, নগদ, বিকাশ ও উপায় এজেন্ট সিমকার্ড তুলে অনলাইন জুয়া খেলা পরিচালনা করে আসছে।

মেহেরপুর ডিবির ওসি সাইফুল আলম বলেন, অনলাইন জুয়ার অন্যান্য

এজেন্টদের আইনের আওতায় আনার অভিযান অব্যহত রয়েছে। অবৈধ ই-ট্রানজেকশনের মাধ্যমে তারা রাশিয়ায় কোটি কোটি টাকা পাচার করছে। পুলিশ সুপার স্যারের নির্দেশে আমরা এ দূর্গ নিশ্চিহৃ করতে মাঠে কাজ করছি।

এদিকে, পুলিশের পাশাপাশি মেহেরপুর প্রতিদিন অনলাইন জুয়ার সাথে জড়িতদের নিয়ে ধারাবাহিকভাবে অনুসন্ধানী সংবাদ প্রকাশ করছে। মেহেরপুর প্রতিদিনের অনুসন্ধানেও দুই শতাধিক অনলাইন জুয়ার নাম পরিচয় উঠে আসছে। ইতোমধ্যে মেহেরপুর প্রতিদিনে এনিয়ে ‘অনলাইন জুয়ার দূর্গ’ ক্যাটাগরি ভিত্তিক ধারাবাহিক ৯টি সংবাদ প্রকাশিত হয়েছে।

মেহেরপুর প্রতিদিনের অনুসন্ধানে দেখা গেছে, অনলাইন জুয়ার সাথে জড়িত এজেন্টরা রাতারাতি কোটিপতি বনে গেছেন। বিপরীত দিকে অনলাইন জুয়া খেলে নি:স্ব হচ্ছেন হাজার হাজার তরুণ। আর এসকল টাকা অবৈধভাবে ই-ট্রানজেকশনের মাধ্যমে রাশিয়ায় পাচার করছেন এসকল অনলাইন জুয়ার সাথে জড়িত এজেন্টরা।

এসব এজেন্টদের মধ্যে রয়েছেন জনপ্রতিনিধি, ছাত্র নেতা, শিক্ষক, মোবাইল ব্যাংকিংয়ের সেলস রিপ্রেজেন্টেটিভসহ উঠতি বয়সের তরুণরা।

মেহেরপুর প্রতিদিন এসকল অনলাইন জুয়ার এজেন্টদের মুখোশ উন্মোচন করতে কাজ করছে। ধারাবাহিকভাবে তাদের সংবাদ প্রকাশ করা হচ্ছে। বাকিদেরও সংবাদ প্রকাশের জন্য অনুসন্ধান অব্যহত রয়েছে। (চলবে…)

অনলাইন জুয়ার সংবাদগুলো পড়ুন

ধরাছোঁয়ার বাইরে অনলাইন জুয়ার অন্যতম চার হোতা মুকুল-জামান-নুরুল-মাদার

অনলাইন জুয়ার হোতা নুরুল ও জামানকে শোকজ

মেহেরপুরের অনলাইন জুয়ার শীর্ষ এজেন্ট শামিম অধরা

মেহেরপুরে অনলাইন জুয়ার দূর্গে হানা

মেহেরপুরে অনলাইন জুয়ার মাস্টারমাইণ্ড প্রসেনজিৎ সহযোগীসহ আটক

অনলাইন জুয়ার এজেন্ট শামিমকে নিম্ম আদালতে আত্মসমর্পণের নির্দেশ

মেহেরপুরে অনলাইন জুয়ার আরেক এজেন্ট সাদ্দাম আটক

অনলাইন জুয়ার এজেন্ট প্রসেনজিতের সহযোগীদের আদালতে জবাবনবন্দী প্রদান

অনলাইন জুয়ার খপ্পরে মেহেরপুরের অর্ধশত তরুণ

মেহেরপুরে ফেনসিডিলসহ মাদক কারবারী আটক

৪০ বোতল ফেনসিডিল ও একটি হিরো হোন্ডা মটরসাইকেলসহ আলামিন হোসেন (৩৬) নামের এক মাদক কারবারিকে আটক করেছে মেহেরপুর জেলা গোয়েন্দা পুলিশ (ডিবি)।

আটক আলামিন হোসেন কুষ্টিয়া সদর উপজেলার ছেউড়িয়া গ্রামের মৃত রেজাউল ইসলামের ছেলে।

বৃহস্পতিবার (২০ অক্টোবর) সকাল সাড়ে ৯ টার দিকে মেহেরপুর ডিবি পুলিশের একটি টিম শহরের সন্নিকটের যাদবপুর গোরস্থান এলাকায় অভিযান চালিয়ে তাকে আটক করেন।

ডিবি পুলিশের উপপরিদর্শক এসআই বিশ্বজিৎ সরকার, এসআই শাহিনুর রহমান, এসআই হেলাল ও সঙ্গীয় ফোর্সসহ অভিযান চালান।

এসআই বিশ্বজিৎ সরকার বলেন, গোপন সংবাদে খবর পেয়ে যাদবপুর গোরস্থান এলাকায় ডিবি পুলিশের একটি টিম অবস্থান নিই। মোটরসাইকেল যোগে আলামিনকে দেখে ডিবি পুলিশের টিম তাকে থামতে বলা হয়। সে পুলিশ দেখে মোটরসাইকেল ফেলে পালানোর চেষ্টা করলে তাকে ধরা হয়। পরে তার কাছে থাকা একটি স্কুল ব্যাগের মধ্যে থেকে ৪০ বোতল ফেনসিডিল জব্দ করা হয়।

এঘটনায় মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইনে মামলা দিয়ে আটক আলামিনকে সদর থানায় সোপর্দ করা হয়েছে।

মুজিবনগরে ৫ গ্রাম হেরোইন সহ মাদক ব্যাবসায়ী আটক

মেহেরপুরের মুজিবনগরে মাদকবিরোধী অভিযানে পাঁচ গ্রাম হেরোইন সহ দুই মাদক ব্যবসায়ীকে আটক করেছে মুজিবনগর থানা পুলিশ।

মোনাখালী দক্ষিণ পাড়ার খেলার মাঠে মাদক বিক্রির উদ্দেশ্যে কিছু মাদক ব্যবসায়ী অবস্থান করছে। এমন গোপন সংবাদের ভিত্তিতে মুজিবনগর থানা অফিসার ইনচার্জ (ওসি) মেহেদী রাসেলের নির্দেশে, শনিবার রাত সাড়ে দশটার দিকে মুজিবনগর থানার এসআই সুভাস কুমার রায়, এস আই বিপ্লব কুমার হালদার, এএস আই মোঃ আব্দুল আলিম এবং এএসআই শিহাব উদ্দিনসহ সংগীয় ফোর্স নিয়ে অভিযান চালিয়ে মোনাখালী গ্রামের দক্ষিণ পাড়ার মৃত মোনাজাত আলীর ছেলে বুলবুল(৩৫) এবং দারিয়াপুর ইউনিয়নের বিদ্যাধরপুর গ্রামের কুঠিপাড়ার শুকুর আলীর ছেলে সাইফুল ইসলামকে (২৩) ৫ গ্রাম হেরোইন সহ হাতেনাতে আটক করে।

মুজিবনগর থানা অফিসার ইনচার্জ (ওসি) মেহেদী রাসেল জানান মুজিবনগর উপজেলা কে মাদকমুক্ত করতে মাদকবিরোধী অভিযানের অংশ হিসেবে গোপন সংবাদের ভিত্তিতে তাদের আটক করা হয়েছে রবিবার তাদের নামে ৫/১১০ তাং১৬/১০/২২ধারা এবং ২০১৮ মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইনের ৩৬(১) সারণির ৮(ক) মামলা দিয়ে আদালতে সোপর্দ করা হয়েছে।